দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 15 JAN 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ৪ ...

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে গাজীপুরে হরতাল পালন

গাজীপুর সংবাদদাতা টেলিফোনে জানান, গাজীপুর হইতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবীতে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী গতকাল (রবিবার) গাজীপুরে সারাদিন হরতাল পালিত হয়। কলকারখানা বন্ধ ছিল। যানবাহন চলাচল করে নাই। প্রধানমন্ত্রীর সহিত গাজীপুরের জাতীয় পার্টিসহ বিভিন্ন দলের নেতাদের বৈঠকে আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইলেও ছাত্র-জনতার (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

হরতাল পালন

(১ম পৃঃ পর)

বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে।

সকালে বিপুল সংখ্যক লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে সমবেত হইয়া কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই কর্মসূচী স্থগিত ঘোষণা করায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে। উত্তেজিত জনতা টঙ্গী-গাজীপুর রুটের পাকা সড়কের বহু জায়গা কাটিয়া ফেলে। বোর্ড বাজারে কয়েকটি মিছিল বাহির করা হয়। পরে এক সমাবেশে স্থানীয় নেতাদের মধ্যে গাতা ইউপি চেয়ারম্যান আবুল হাসেম, বিএনপি নেতা অধ্যাপক আবদুল মান্নান, সিপিবি নেত্রী সামসুন্নাহার এডভোকেট আবদুল মান্নান পাঠান, মীর আলি মুজ্জামান বক্তৃতা করেন। তাহারা টঙ্গীতে বিশ্ব ইস্তেমায় অংশ গ্রহণের জন্য যাতায়াতের সুবিধার্থে আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত সাময়িকভাবে মানিয়া নেওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

ইহাছাড়া সকালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে সমাবেশ শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি'র কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থানকারী শিক্ষক, কর্মচারিগণ গতকাল ক্যাম্পাস ত্যাগ করার সময় স্থানীয় লোকজন তাহাদের পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস দেন। কিন্তু পরে তাহাদের ক্যাম্পাসে ফেরত পাঠাইয়া দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় হলে ছাত্ররা অবস্থান করিতেছে।

গতকাল রাত ৮টায় গাজীপুরের জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সাধারণ) স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে নিয়া টঙ্গী-গাজীপুর সড়কের অবরোধ অপসারণ করেন। আজ (সোমবার) এই রুটে যানবাহন চলাচলের সম্ভাবনা আছে।

এদিকে আজ বিকালে গাজীপুর চৌরাস্তায় সর্বদলীয়, বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তর প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হইবে।